গাংনীর টিএইচও’র বিরুদ্ধে সরকারি তথ্যগ্রহণে বাধা প্রদানের অভিযোগ

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. এম রিয়াজুল আলমের বিরুদ্ধে সরকারি তথ্যগ্রহণে বাধা প্রদানের অভিযোগ করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার সোহেল মাহমুদ সোহাগ নামের এক মুক্তিযোদ্ধার সন্তান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে এ অভিযোগ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি মেহেরপুর সিভিল সার্জনের কাছেও অভিযোগ পত্রের অনুলিপি দিয়েছেন। অভিযোগ পত্রের কপি মেহেরপুর প্রতিদিন এ সংরক্ষিত রয়েছে।

অভিযোগকারী সোহেল মাহমুদ সোহাগ গাংনীর শিশিরপাড়া অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মোঃ আবুল কালামের ছেলে। অভিযোগে তিনি জানান, গত মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) আনুমানিক আড়াইটার সময় তিনি গাংনী হাসপাতালে যান। হাসপাতালের দেয়ালে লাগানো বিজ্ঞপ্তি সম্বলিত জরুরী ফোন নম্বরসহ একটি ফেস্টুন দেখতে পেয়ে তিনি ছবি তোলেন।

এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. এম রিয়াজুল আলম সিসি ফুটেজে বিষয়টি দেখতে পেয়ে সরকারি গাড়ি নিয়ে সোহাগকে অনুসরণ করেন এবং কাথুলী মোড়ে গিয়ে তাকে থামান। এসময় তিনি ছবি তোলার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, জরুরি চিকিৎসায় কাজে লাগতে পারে বলে ছবি তুলেছেন এমনটি জানায় সোহাগ। তিনি উত্তেজিত হয়ে তার বিরুদ্ধে হট লাইন নাম্বারে অভিযোগ করবে কি না বা কেউ তাকে তার পিছে লাগিয়েছে কিনা এমন প্রশ্ন করে ধমকাতে থাকেন ।

সোহাগ অভিযোগে আরো জানান, তিনি আমাকে তার গাড়িতে উঠাতে পিড়াপিড়ি করেন। আমি গাড়িতে উঠতে না চাইলে আমার ফোন কেড়ে নেবার চেষ্টা করেন এবং আমাকে হাসপাতালের আশেপাশে দেখলে দালাল বলে পুলিশে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চলে যান ।
এ ঘটনায় একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে এই হুমকি এবং অসৌজন্যতা আমার জন্য চরম অপমানজনক।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ডাঃ রিয়াজুল আলম গাংনী উপজেলায় দায়িত্বে

আসার কয়েকমাস পর থেকেই বেশ কিছু অনিবন্ধিত ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লোকজনের সাথে আতাত করে তাদের নিয়োজিত দালালদের হাসপাতালে প্রশ্রয় দিয়েছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করে হাসপাতালের আয়া,বয় সিস্টারসহ কর্মচারী, কর্মকর্তাদের সেই সব প্রতিষ্ঠানে রোগী পাঠানোর জন্য চাপ প্রয়োগ এবং সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে অজ্ঞানের ডাক্তার ছাড়াই ওইসব ক্লিনিকে ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন করেন। সেই সাথে ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক মালিক ছাড়াও তিনি স্থানীয় কিছু সমাজবিরোধী মানুষের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলে উপজেলার বিভিন্ন ক্লিনিক ডায়াগনষ্টিক সেন্টারকে চাপ প্রয়োগ ও হয়রানি করে অনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছেন। এতে এই অঞ্চলের সরকারি, বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

মেহেরপুরে অ্যাপের মাধ্যমে কৃষক নিবন্ধনের উদ্বোধন

অ্যাপের মাধ্যমে কৃষক নিবন্ধন কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে মেহেরপুর আমঝুপি বাজার ও বারাদি বাজারে দুটি বিকাশ ফ্লাক্সি লোডের দোকানে নিবন্ধন কেন্দ্র চালু করা হয়ছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে দোকান দুটি চালু করা হয়।
মেহেরপুর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মোমিনুল ইসলাম উপস্থিত থেকে দোকান উদ্বোধন করেন।
এ সময় জেলা খাদ্য কর্মকর্তা আবদুল হামিদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ১০ বছর বয়সী মাদ্রাসা

ছাত্রীর রহস্য জনক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় মাসুমা জান্নাত মহিলা মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রীর রহস্য জনক মৃত্যু হয়েছে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে। টাকা ও মোবাইল চুরির অভিযোগে একই মাদ্রাসার ৮২ জন ছাত্রীর চাল পড়া খাওয়ানো হলেও মৃত ছাত্রী তা খাইনি, এ জন্য কোন সমস্যায় তার মৃত্যু হয়েছে কিনা পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে । তবে তার বাবা সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন ঐ মাদ্রাসায় টাকা ও মোবাইল চুরির কথা শুনে বুধবার মেয়ে আনতে গিয়ে ছিলাম, কিন্তু বুধবার আমার মেয়ে আমার কাছে দিলে মা আমার মরতো না, সারারাত গুঁমড়ে কেদে কেদে পেট ফুলে মেয়ে আমার মৃত্যুবরণ করেছে । পুলিশ ও তার পরিবারের লোকজন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন গত ২০ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার অন্তর্গত দর্শনা থানার কুন্দিপুর গ্রামের দুলাল হোসেন এর কন্যা আফসানা দোলা( ১০) ও একই গ্রামের আরিফুল ইসলাম এর কন্যা রাবেয়া খাতুন (১২) কে ঐ মহিলা মাদ্রাসায় তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করান। কিন্তু মাদ্রাসায় পড়তে সে খুব বেশি রাজি ছিল না। ইতোমধ্যে গত শনিবার উক্ত মাদ্রাসা থেকে ২ হাজার ৭শ টাকা ও একটি মোবাইল চুরি হয়ে যায়। চোর ধরতে কতৃপক্ষ একই মাদ্রাসার ৮২ জন ছাত্রীর চাল পড়া খাওয়াই। আফসানা দোলা ছুটিতে বাড়ি থাকায় তাকে চাল পড়া খাওয়ানো সম্ভব হয়নি বলে সাংবাদিকদের জানান কতৃপক্ষ। বাড়ি থেকে রোববার সে মাদ্রাসায় আসার পর বিভিন্ন জনের কাছে থেকে নানা ধরনের কথা শুনে ছোট মানুষ দোলা কান্না করতে থাকে । গত বুধবার সন্ধ্যায় তাদের গ্রামের বাড়ির একটি অনুষ্ঠানের জন্য বাড়ির লোকজন রাবেয়া ও দোলাকে আনতে গেলে মাদ্রাসা কতৃপক্ষ জানান আজ না কাল সকালে নিয়ে যাবে । মা বাবার কাছে যেতে না পেরে ও এ কথা শোনা মাত্রই ১০ বছর বয়সী দোলা সারা রাতই গুঁমড়ে গুঁমড়ে কেদে মুর্ছা যায়। তার পর থেকে তার আর জ্ঞান ফেরেনি। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে স্থানীয় ডাক্তার নাজমুল হাসান এর কাছে নেয়া হলে, সে জানায় রোগীর কোন হার্টবিট পাইনি। পরে জীবননগর উপজেলা হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন । মাদ্রাসার অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া জানান টাকা ও মোবাইল চুরির ঘটনায় অন্য ছাত্রীদের চাল পড়া খাওয়ালেও দোলাকে খাওয়ানো হয়নি। তার মৃত্যুটি কি ভাবে হলো আমারা জানিনা। করোনার মধ্যেও কে ক্লাস হয় বলা হলে কোন কথার উত্তর দিতে পারেনি। দোলার বাবা দুলাল হোসেন জানান আমার শিশু বাচ্চা মেয়েটাকে যদি বুধবার সন্ধ্যায় আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিত তা হলে আর মৃত্যুটা হত না। আমার মেয়ে আমার জন্য কেদে

কেদে পেট ফুলে মরেছে । দর্শনা থানার ওসি মো মাহবুবুর রহমান জানান বাদি পক্ষ এখনো কোন অভিযোগ করেননি। তবে মাদ্রাসায় টাকা মোবাইলফোন চুরি ও চাল পড়া খাওয়ানোর বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি। তা ছাড়া দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পর কেনো এইটা চলমান রাখা হয়েছে তাও দেখা হচ্ছে। উল্লেখ ২০১৬ সালে মাসুমা জান্নাত মহিলা মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুরুষ শিক্ষক দিয়ে তৃতীয় শ্রেণী থেকে স্নাতক পর্যন্ত ছাত্রী পড়ানো হচ্ছে, যা অনেকই আলোচনা সমালোচনা করে চলেছেন৷

কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ভ্যান চালক আহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় দুলাল (৬২) নামে এক ভ্যান চালক গুরতর আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে উপজেলার বলুহর বটতলা রেল গেইট সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত দুলাল উপজেলার মামুনশিয়া গ্রামের মৃত এরশাদের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, বিকালে বলুহর বটতলা রেল গেইট সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার পাশ্ববর্তী স্থানে ভ্যান রেখে রেল লাইনের পাশেই আগাছা কাটছিলেন দুলাল।
এ সময় ঢাকা থেকে খুলনাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ডাউন ট্রেনটি দুলালকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে নেয়। অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে যশোর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

কালীগঞ্জে দখলে দখলে চিত্রা নদী আজ সরু খাল

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের চিত্রা নদীর জায়গা দখল চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে নতুন নতুন দখলবাজদের আবির্ভাব ঘটে। নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ক্ষমতার পালাবদলে দখলবাজদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় প্রভাবশালীরা নদীর জমিতে বসতবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। আবার জায়গা আয়ত্তে রাখতে কাটা হয়েছে ছোট বড় পুকুর। কেউ কেউ নদী দখল করে পরিণত করেছে ফসলি মাঠে। এখন দখল বাদে নদীর মাঝখানে যতটুকু জায়গা আছে দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন সরু খাল। আবার এখানেই চলছে দূষণ সৃষ্টির পাল্লা। সর্বোপরি খননের অভাবে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে এ নদীটি।

চিত্রার পাড়ের বাসিন্দা আজিজুল জানান, এক সময়ের প্রমত্তা চিত্রা নদীটি আজ অস্তিত্ব সঙ্কটে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি জেলার সংযোগকারী এ নদীর ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ অংশের নিমতলা ও মধুগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকার দু’পাশে দেদারছে ফেলা হচ্ছে ময়লা আবর্জনা। ড্রেন দিয়ে নদীতে চলে যাচ্ছে বর্জ্য। ফলে যতটুকু পানি আছে তা দূষিত হয়ে যাচ্ছে। দু’পাড় থেকে জায়গা দখল করে তৈরি করা হয়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বসতবাড়ি, বড় বড় ভবন। দখলের কবলে ৩৯ মিটার প্রস্থের নদীটি এখন মরা খালে পরিণত হয়েছে। এখন যতটকু জায়গা আছে তা মাত্র কয়েক মিটার প্রশস্ত হবে। দিনের পর দিন এক শ্রেণির প্রভাবশালী মানুষ নদী দখল করলেও যেন দেখার কেউ নেই। এখন মাটি ভরাট হয়ে বর্ষাকালে কিছুটা পানি থাকলেও শুকনা মৌসুমে পানি চোখে পড়ে না বললেই চলে। চিত্রা হারিয়ে ফেলেছে তার নাব্যতা। এ অবস্থা চললেও প্রভাবশালীদের ভয়ে কিছু বলতেও পারে না সাধারণ মানুষ। ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ঐতিহ্যবাহী চিত্রা নদীর তীর ঘুরে দেখা যায়, নদীর দুই তীর দখল করে মাটি দিয়ে ভরাট করে তৈরি করা হয়েছে পাকা বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ঘর, বিভিন্ন দলের অফিস সহ নানা প্রতিষ্ঠান। সমাজসেবক সদর উদ্দীন বলেন, মাটি এবং বর্জ্য দিয়েও নদী ভরাট করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আজ নদীর সাথে সংযুক্ত খালেও নেই পানি। এর ফলে প্রভাব পড়েছে কৃষি জমির সেচ কাজেও।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুবর্ণা রানী সাহা জানান, নদীগুলো সরেজমিন পরিদর্শন করে অবৈধ দখলবাজদের চিহ্নিত করা

হয়েছে। এদের দ্রুতই উচ্ছেদ করা হবে। এর আগে নদীগুলোতে যারা বাধ দিয়ে নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বন্ধ করেছিল তাদের বিরদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নদীগুলোতে দূষণ চলছে এমন অভিযোগ পেয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। উপরি নির্দেশনা মোতাবেক চিত্রা দখলমুক্ত করবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি।

কুষ্টিয়ায় ২৭ লাখ নকল বিড়ি জব্দ

কুষ্টিয়ায় সাতাশ লক্ষ পূণঃব্যবহৃত ব্যান্ডরোলযুক্ত মনোমহন বিড়ি জব্দ করেছেন রাজস্ব কর্মকর্তারা।
গত বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে কুষ্টিয়ার জগশ্বর বাজার এলাকা থেকে এ বিড়িগুলো জব্দ করা হয়। কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কুষ্টিয়া সার্কেল-২ এর রাজস্ব কর্মকর্তা মোঃ নওশের আলী মুন্সী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি কিছু নকল বিড়ি বাজারজাত করা হচ্ছে। সেই সংবাদের ভিত্তিতে আমরা আগে থেকে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করি। আনুমানিক মধ্যরাতের দিকে নকল বিড়িবাহী পিকআপটি যখন জগশ্বর বাজার এলাকায় পৌঁছায় তখন আমরা পিকআপটি থামিয়ে বিড়িগুলো জব্দ করি এবং গাড়িসহ চালক ও হেলপারকে আটক করা হয়।

তিনি আরো জানান, আটককৃত বিড়িগুলোর বর্তমান বাজার মূল্য ১৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। যা থেকে সরকারের রাজস্ব আদায় হতো ৮ লাখ ৭৪ হাজার ৮০০ টাকা। জব্দকৃত বিড়ি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হচ্ছে ।

মুজিবনগরে রামনগর ফুটবলে স্বাগতিকরা চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার জনকল্যাণ যুব সমিতি রামনগর’র উদ্যোগে রামনগর ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলায় স্বাগতিক রামনগর একাদশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলাটি নির্ধারিত সময়ে শূন্য গোলে ড্র হলে খেলাটি সরাসরি ট্রাইবেকারে গড়ায়। ট্রাইবেকারে রামনগর একাদশ ৬-৫ গোলে নাজিরাকোনা একাদশকে পরাজিত করে। রামনগর একাদশের বিদেশি খেলোয়াড় রাইবেক, এমবাপ্পে, চুকু, এবং তাইবুর সহ শাকিল, কবির গোল পোষ্টে শর্ট নেন। বিদেশি খেলোয়াড় চুকু গোল দিতে ব্যর্থ হন। নাজিরাকোনা একাদশের বিদেশি খেলোয়াড় শেখ কামারা, মুসা, ডাইমন্ড, চির্পস, ইভেল এবং সাইক শর্ট নেন। বিদেশি খেলোয়াড় চির্পস এবং সাইক গোল করতে ব্যর্থ হন।
রামনগর একাদশের গোলকিপার সোহান ট্রাইবেকারে গোল রক্ষা করে ম্যান অফ দা ম্যাচ নির্বাচিত হন এবং পুরো টুর্নামেন্টে ভালো খেলা উপহার দেওয়ায় রামনগর একাদশের মিডফিল্ডার তাইবুর ম্যান অফ দা টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোনাজাত মোল্লার সভাপতিত্বে মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরষ্কার বিতরণ করেন। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোফিজুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম মোল্লা, কেদারগঞ্জ বাজার কমিটির সভাপতি কুতুবউদ্দীন মল্লিক ।
আরো উপস্থিত ছিলেন খেলা পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি আজিবার রহমান, সাধারণ সম্পাদক কৌশিকুল ইসলাম রুমি, যুগ্ম সম্পাদক রবিউল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক হেলাল উদ্দীন, অর্থ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ।
খেলাটি পরিচালনা করেন সোহেল, সহকারি হিসেবে ছিলেন মাহাবুব এবং আশিক। ধারা ভাষ্যকার হিসাবে ছিলেন শামিম শিশির।
খেলায় বিজয়ী পুরষ্কার ছিলো একটি গরু ও বিজেতা পুরষ্কার ছিলো একটি ছাগল।

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# [redacted]

[redacted]

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের গঙ্গাতলা মাঠে এ ঘটনা ঘটে।
বুধবার রাতের কোন এক সময় তার ধানের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হতে পারে।

পুলিশ জানায়, উপজেলার গঙ্গাতলা গ্রামের জিয়ারত আলী মাত্র সাত কাঠা জমি বর্গা নিয়ে ধান চাষ করেছিলেন। ধান কাটার পর বহনের গাড়ি না পেয়ে জমির পাকা ধান বাড়ি আনতে না পেরে মাঠেই গাদা করে রেখেছিলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সকালেই এই ধানগুলো তার বাড়িতে নেওয়ার কথা ছিলো। অথচ বুধবার রাতের আঁধারে তার ধানের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। এতে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে পুরো ধানের গাদা।
নিজের কোন জমি না থাকায় অভাবের সংসারে মাত্র সাত কাঠা জমি বর্গা নিয়ে ধান চাষ করেছিলেন কৃষক জিয়ারত আলী। সেই ধানও আগুনে পুড়ে গেছে।
পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবু তৈয়ব বলেন, শেষ সম্বল এই ৭ কাঠা জমির ধান পুড়ে ছাই হওয়াতে প্রায় হতভম্ব হয়ে গেছেন কৃষক জিয়ারত আলী। ধারণা করা হচ্ছে রাতের আঁধারে কেউ শত্রুতাবশত পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

মিরপুরে ছাত্রলীগ নেতার উপর হামলা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সন্ত্রাসী হামলার স্বীকার হয়েছেন জেলা ছাত্র লীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক শামস সুমন। তিনি মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
আহত শামস সুমন মিরপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি প্রার্থী ছিলেন। সে মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া এলাকার মৃত: শমসের আলীর ছেলে।

জানা যায়, বুধবার রাত সাড়ে এগারোটার সময়ে বাড়ি ফেরার পথে মশান হাইস্কুলের পিছনে তার মোটরসাইকেল গতিরোধ করে পিটিয়ে জখম করে। এ সময় তার চিৎকারে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে আসলে তারা পালিয়ে যায়।

তবে লাঠির আঘাতে মাথা ফেটে রক্তাক্ত হয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

এ ব্যাপারে মিরপুর থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।